[২০১৮] ১৪ এস. সি. আর. ৪৩৩

দামোদার ভ্যালি কর্পোরেশন

বনাম

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন ও অন্যান্যরা

(২০১০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৮৮১)

ডিসেম্বর ৩, ২০১৮

[রঞ্জন গগোই, প্রধান বিচারপতি, সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিগণ]

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আইন, ১৯৪৮: ধারা ৩৮ – শুল্ক গণনা – মূলধনের উপর সুদের সুবিধা – ধারা ৩৮ এর অধীনে সুবিধার দাবি এই ভিত্তিতে যে যদিও ঋণের অংশে সুদ দেওয়া হয়েছিল এবং মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হারও আদর্শিক মালিকানার উপর নিশ্চিত করা হয়েছিল অংশটি এখনও তার উপরে, আপিলকারী ধারা ৩৮-এ বর্ণিত সমগ্র পরিমাণের উপর মূলধনের উপর সুদের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন আপিল ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে ডিভিসি আইন অংশগ্রহণকারী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনের উপর সুদের ব্যবস্থা করেছে এবং আইনের অধীনে, যদি অংশগ্রহণকারী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনে কোনও ঘাটতি থাকে, তাহলে অংশগ্রহণকারী সরকারগুলির পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা পূরণ করতে হবে এবং বলা হয়েছে যে ঋণ সুদ আকর্ষণ করবে - পরিশোধের গড় সুদের হার প্রদেয় ৫০:৫০ আদর্শিক ঋণ মূলধনের উপর প্রয়োগ করতে হবে যার অর্থ হল রিজার্ভ সহ মোট মালিকানার মধ্যে, মালিকানা ৫০:৫০ এর আদর্শিক ঋণ অনুপাত বিবেচনা করে যোগ্য হবে রেগুলেশনে উল্লেখিত ইকুইটির উপর মূলধনের উপর লাভের হারের জন্য এবং ইকুইটি আয়ের অনুপাতের চেয়ে যদি ইকুইটির অতিরিক্ত থাকে, তাহলে তা সুদ বহনকারী ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে - পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে, কমিশন আপিল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে ঋণ ইকুইটি অনুপাত নির্ধারণ করেছে। এইভাবে, আপিলকারীকে ইতিমধ্যেই ঋণ ইকুইটির উপর মূলধনের উপর লাভের হার দেওয়া হয়েছিল। ঋণ ইকুইটির ভিত্তিতে মূলধনের ক্ষেত্রে ট্যারিফ রেগুলেশন অনুসারে, যা আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আইন, ১৯৪৮: সঞ্চিত মূল্যহ্রাসকে ঋণ পরিশোধ হিসাবে বিবেচনা করার দাবি এবং এর ফলে মূলধন ব্যয়ের মধ্যে ধারণাগত ঋণের উপাদান হ্রাস করার দাবি- এর আগে আপীলের প্রথম দফার মামলা মোকদ্দমায় উক্ত আবেদনটি নেওয়া হয়নি,

আপিল কর্তৃপক্ষ-আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রথম আদেশ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে, রিমান্ড অনুসারে গৃহীত আদেশের আপিলের ক্ষেত্রে বিষয়টি পুনরায় খোলা যাবে না।

ভাস্কর শ্রাচি অ্যালয়েস লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও অন্যান্যরা (২০১৮) ৮ এস. সি. সি ২৮১; দিল্লি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন বনাম বি. এস. ই. এস যমুনা পাওয়ার লিমিটেড ও অন্যান্যরা (২০০৭) ৩ এস. সি. সি ৩৩: [২০০৭] ২ এস. সি. আর ৭৪৭-উল্লেখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৮) ৮ এস.সি.সি. ২৮১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪
[২০০৭] ২ এস.সি.আর. ৭৪৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের ৪৮৮১ নং দেওয়ানি আপিল,

২০০৯ সালের আপিল নং ১৪৬-এ বিদ্যুতের জন্য আপিল ট্রাইব্যুনালের ১০.০৫.২০১০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

আপিলকারীর পক্ষে এম. জি. রামচন্দ্রন, কে. ভি. মোহন, শ্রীমতী অনুশ্রী বর্ধন, শ্রীমতী পূর্বা সায়গল, শুভম আর্য, আইনজীবীরা।

এ. এন. এস. নাডকর্ণী, এ. এস. জি, বাসব প্রভু পাতিল, সিনিয়র অ্যাড., পুখরম্বম রমেশ কুমার, কে. অমৃত কুমার শর্মা, রাজীব যাদব, রাজীব শঙ্কর দ্বিবেদী, শ্রীমতী আরতি দ্বিবেদী, এস. কে সরকার, নিখিল নায়ার, এন. সাই বিনোদ, ধনঞ্জয় বৈজল, দিবানশু রাই, নবীন হেগড়ে, হিরেণ দাসান, হরিশান, চাঁদ কুরেশি, শ্রীমতী সরলা চন্দ্র, মোহন প্রসাদ গুপ্তা, লিজ ম্যাথিউ, শচীন শর্মা, এ. কে. ভার্মা, জি. এস. মক্কের, অনিল কে. ঝা, শ্রীমতী শর্মিলা উপাধ্যায়, পার্থ সিল, অরবিন্দ কুমার শর্মা, সৌরভ মিশ্র, অভিষেক সিং, সুনীল কুমার জৈন, দেবাশীষ ভারুকা, অভিজিৎ, সেনগুপ্ত উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন,

কে. এম. জোসেফ, বিচারপতি

১. ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনের ১২৫ ধারার অধীনে (এরপরে '২০০৩ সালের আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এই আপিলের মাধ্যমে, আবেদনকারী কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের (এরপরে 'কমিশন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর দায়ের করা আপিল খারিজ করে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান।

<u>পটভূমি তথ্য</u>

২. আবেদনকারী দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন আইন, ১৯৪৮ (এরপরে 'ডিভিসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি বহুবিধ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল জলবিদ্যুৎ এবং তাপ উভয় ক্ষেত্রেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ করতে বাধ্য। এটি দামোদর নদী এবং এর উপনদীগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সেচ, জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশনের জন্য প্রকল্প পরিচালনা করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছিল। ডিভিসি আইনের ধারা ২০ এর অধীনে কাজ করে, আবেদনকারী বিদ্যুতের জন্য শুল্ক নির্ধারণ করছিল যা এটি তার গ্রাহকদের কাছে উৎপাদন ও প্রেরণ করছিল। ২০০৩ সালে বিদ্যুৎ আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সাথে কমিশন কর্তৃক একটি স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালের শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক একটি স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালের শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক ২০০৩ সালের প্রবিধানের বিভিন্ন উপাদান পরিচালনা করা হবে এবং ২০০৩ সালের আইডিসি আইনের ২৯৩ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা পিটিশন অনুসারে এটি কার্যকর থাকবে। চতুর্থ ডিভিসি আইনের ধারা ২০ এর অধীনে দায়িত্ব পালন করে, আবেদনকারী তার গ্রাহকদের কাছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রেরণ করছিল তার জন্য শুল্ক নির্ধারণ করছিল। চতুর্থ ডিভিসি আইনের অধীনে অসঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে একই সমস্যার নিষ্পত্তি করার জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আইনি বিধান প্রয়োগ করার পরে।

৩. এই আদেশকে আপিলকারী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আপিল ট্রাইবুনেলে চ্যালেঞ্জ করেন। গ্রাহকদের দ্বারাও আপিল করা হয়েছিল। ২৩.১১.২০০৭ তারিখের আদেশে আপিল ট্রাইবুনেলে আবেদনকারীর দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করা হয় এবং নিম্নরূপ আদেশ দেওয়া হলঃ

"উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে ৩রা অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিশনের বিতর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের আপিলনং ২৭৩ এই রায়ে বর্ণিত পরিমাণে অনুমোদিত এবং আমরা

আইন অনুযায়ী আমাদের অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখের শুল্ক আদেশের নতুন করে বিবেচনার জন্য বিষয়টি কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছে ফেরত পাঠান। সেই অনুযায়ী ২০০৬ সালের আপিল নং ২৭১,২৭২ এবং ২৭৫ এবং ২০০৭ সালের নং ০৮ নিষ্পত্তি করা হয়।

৪. আপিল ট্রাইবুনালের উপরে উল্লিখিত আদেশ অনুসারে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো হলে, কমিশন ০৬.০৮.২০০৯ তারিখে একটি সংশোধিত শুল্ক আদেশ জারি করে। উক্ত ০৬.০৮.২০০৯ তারিখের আদেশটি আপিলকারী আপিল ট্রাইবুনালের নিকট চ্যালেঞ্জ জানায় এবং উক্ত আপিল খারিজ হয়ে যায়। আপিল ট্রাইবুনালের সেই আদেশটিই এই আপিলে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে, আপিল ট্রাইবুনালের প্রথম আদেশটি, যা ২৩.১১.২০০৭ তারিখে জারি হয়েছিল, তা আপিলকারীর কয়েকজন বিদ্যুৎ-গ্রাহক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ঐ আপিলগুলি পূর্বে শুনানি হয়ে খারিজ হয়েছে এবং এই মর্মে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায় ভাস্কর শ্রাচি অ্যালোয়স লিমিটেড বনাম দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও অন্যান্যরা মামলায় (২০১৮) ৮ এস.সি.সি. ২৮১ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রতিবেদনভুক্ত হয়েছে। উচ্চতম ন্যায়ালয় আপিল ট্রাইবুনালের সঙ্গে একমত হয়ে রায় দেয় যে, ২০০৩ সালের আইনের ধারা ১৪-এর চতুর্থ ব্যাখ্যা অনুযায়ী, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আইনের যে সব বিধান ২০০৩ সালের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলির কার্যকারিতা বহাল থাকবে। উচ্চতম ন্যায়ালয় এই কথাও মনে করে যে, যেহেতু আপিলকারী সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় রোধ, বনায়ন, নৌপরিবহন, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনগত দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে একটি স্থানান্তরকাল দেওয়া সংগত, এবং সে বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এছাড়াও উচ্চতম ন্যায়ালয় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আইনের যেসব বিধান বিদ্যমান শুল্ক নিয়মবিধির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই সকল ক্ষেত্রে কর্পোরেশন আইনের বিধানসমূহই প্রাধান্য পাবে।

বর্তমান আপিলের বিষয়বস্তু

৫. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী এম. জি. রামচন্দ্রন তাঁর জমা দেওয়ার সংখ্যা দুটিতে সীমাবদ্ধ করে আপিলের পরিধি সংকুচিত করেছেন। প্রথম যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা হল কমিশন এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল উভয়ই শুল্কের গণনায় আবেদনকারীকে ডিভিসি আইনের ৩৮ নম্বর ধারার সুবিধা দেয়নি। দ্বিতীয় যুক্তিটি ঋণের পরিশোধ হিসাবে ৩১.৩.২০০৬-এর মতো সঞ্চিত অবমূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত এবং এর ফলে ঋণের মালিকানা অনুপাত প্রয়োগ করার পরে মূলধন ব্যয়ে ধারণাগত ঋণের উপাদানকে হ্রাস করার প্রশ্নটির সাথে সম্পর্কিত। আপাতদৃষ্টিতে আই. এ. এম সম্পর্কিত আইনের উল্লেখযোগ্য প্রশ্নটি নিম্নরূপঃ-

"মূলধনের উপর সুদের উপর আপিলকারীর দাবির বিষয়ে আপিল ট্রাইব্যুনাল ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার বিধানগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং প্রয়োগ করেছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়েছিল এবং ২০০৬ সালের আপিলনং ২৭৩-এ পাস হওয়া ২৩.১১.২০০৭ তারিখের পূর্ববর্তী আদেশে অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?

দিল্লি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন বনাম বি. বনামপি. এল লিমিটেড, (২০০৭) ৩ এস. সি. সি ৩৩-এর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিশনের আদেশের সমতুল্য পুনরুদ্ধারকৃত সঞ্চিত মূল্যহ্রাসকে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সমন্বয় হিসাবে অনুমোদনের ক্ষেত্রে আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত কি এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নয় এবং আপীল নং ১৩৩/০৮, ১৩৫/০৮, ১৩৬/০৮ এবং ১৪৮/০৮-এ প্রদত্ত রায় এবং ১৬.৩.২০০৯-এর আদেশের ক্ষেত্রে আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিপরীত নয়?

৬. ডিভিসি আইনের ৩৮ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ

৩৮. সুদের পরিশোধ – অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণের উপর কর্পোরেশন নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করবে, যাহা সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, এবং উক্ত সুদ কর্পোরেশনের ব্যয়ের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৭. আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এই আদালত ভাস্কর শ্রাচি অ্যালোভস লিমিটেড ও অন্যান্যরা বনাম দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও অন্যান্যরা ২০১৮ (৮) এস. সি. সি ২৮১-এর রায়ে ২০০৩ সালের আইন এবং প্রবিধানগুলি পাস হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীর জন্য ৩৮ ধারা উপলব্ধ করার অনুমোদন দিয়েছে। আবেদনকারী মূলধনের উপর সুদ পাওয়ার অধিকারী। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ধারা ৩৮-এর অধীনে মূলধনের সুদ আবেদনকারীকে শুল্ক নিয়ন্ত্রণের অধীনে অনুমোদিত ঋণের সুদ, মালিকানার উপর ফেরত ইত্যাদি সহ অন্যান্য শুল্কের পাশাপাশি অনুমতি দিতে হবে। আপিলকারী উল্লেখ করবেন যে, মূলধনের সুদকে ঋণের সুদের সঙ্গে মিশ্রিত করা যাবে না, যার মধ্যে আদর্শিক ঋণের সুদও অন্তর্ভুক্ত। মূলধনের সুদ, যুক্তি দেওয়া হয় যে, ঋণের সুদ বা মালিকানার উপর ফেরত থেকে এটি একটি স্বতন্ত্র উপাদান। উত্তরদাতাদের যুক্তি যে মূলধনের সুদও কমিশন বিবেচনা করছে, তা স্পষ্টতই 'ভুল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে এই দিকটি এই আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত আপিলের কেন্দ্রীয় কমিশনের আবেদনের বিষয় ছিল এবং এই আদালত ধারা ৩৮-এর অধীনে সুদের উপাদানের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত দ্বিতীয় আদেশে

পুনর্বিবেচনার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ধারা ৩৮-এ যেভাবে মূলধনের উপর সুদের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুসারে কোনো সুদ প্রদান করা হয়নি এবং সে কারণে আপিলকারী উক্ত সুদের জন্য আইনগতভাবে প্রাপ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।

৮. দ্বিতীয় যুক্তির বিষয়ে, অর্থাৎ নামমাত্র ঋণ (নোটিওনাল লোন) থেকে মোট অবচয় (ক্যুমুলেটিভ ডিপ্রিসিয়েশন) বাদ দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আপিলকারীর বক্তব্য হলো, শুল্কহার (টারিফ)-এর মাধ্যমে যে পরিসেবা প্রদান করা হয় তা হলো ঋণের উপর সুদের পরিশোধ, ঋণের আসল অর্থের পুনর্গ্রহণ (রিপেমেন্ট) নয়। যেহেতু অর্থবছরের মধ্যে চলমান ঋণের উপর সুদের হিসাব করা হয় এবং ঋণ ধাপে ধাপে পরিশোধিত হয়, তাই ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ফলস্বরূপ শুল্কহারে ঋণের বিপরীতে অনুমোদিত সুদের পরিমাণও কমে যায়। ২০০৩ সালের আইন প্রণয়ন এবং ০১.০৪.২০০৬ পর্যন্ত অনুমোদিত রূপান্তরকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ মূলধন ব্যয়কে কেবলমাত্র অংশীদারিত্ব (মালিকানা) হিসাবেই গণ্য করতে হতো। সেই সময়ে কোনও ঋণ ছিল না, ফলে ঋণ পরিশোধ বা ধাপে ধাপে ঋণ হ্রাসের কোনো প্রশ্নই উঠে না, যাতে ঋণের উপর সুদ হিসাবে পরিসেবার প্রয়োজন হতো। এই প্রভাবসমূহ কেবল ০১.০৪.২০০৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য হবে বলে দাবি করা হয়েছে। এই বিষয়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আইনের ধারা ৩০ ও ৩২-এর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ মূলধনকে মালিকানা হিসাবেই বিবেচনা করতে হবে। ০১.০৪.২০০৬ তারিখে মূলধন ব্যয়কে স্থায়ী সম্পদের মোট স্থূল মূল্য হিসেবে গণ্য করা উচিত ছিল। এই ব্যয়কে ৩০.০৩.১৯৯২ তারিখের পূর্বে স্থাপিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ঋণ ও মালিকানার অনুপাতে ৫০:৫০ এবং ৩০.০৩.১৯৯২ তারিখের পরে স্থাপিত প্রকল্পের জন্য ৭০:৩০ অনুপাতে বিভাজন করা উচিত ছিল। ট্রাইবুনাল ভুল করেছে এই বলে ধরে নিয়ে যে, ০১.০৪.২০০৬ তারিখের পূর্ববর্তী বছরে অবচয়ের ভিত্তিতে ঋণের কাল্পনিক পরিশোধ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদিও ২০০৪ সালের শুল্ক বিধিমালা, যা ০১.০৪.২০০৪ থেকে ৩১.০৩.২০০৯ পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল, তা প্রাসঙ্গিক, তথাপি উক্ত বিধিমালায় মোট অবচয়কে ঋণের পরিশোধের ক্ষেত্রে সমন্বয় করার কোনো বিধান নেই। এ বিষয়ে আপিলকারী, এন.টি.পি.সি মামলায় আপিল ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উপর নির্ভর করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, মোট অবচয়কে ঋণের কাল্পনিক পরিশোধ হিসেবে ধরা যায় না। এছাড়াও, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের "দিল্লি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বনাম বিসিইএস যমুনা পাওয়ার লিমিটেড ও অন্যান্য" [(২০০৭) ৩ এস.সি.সি. ৩৩] মামলার রায়েরও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, অবচয় কখনোই ঋণ পরিশোধ নয় এবং তাই মোট অবচয়ের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা যায় না। তবুও, এটি নির্দেশ করা হয়েছে যে, কমিশন ৩১.০৩.২০০৬ তারিখের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য মোট অবচয়কে ঋণের কাল্পনিক পরিশোধ হিসেবে ধরে নিয়েছে, যা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তরদাতাদের বিষয়বস্তু

৯. যতদূর উত্তরদাতাদের কথা, তাঁরা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে সমর্থন করবেন। আপিলকারীর অভিযোগ যে ৩৮ ধারার অধীনে মূলধনের উপর সুদ প্রয়োগ করা হয়নি, যদিও এই আদালত এও বলে যে ৩৮ ধারাটি অব্যাহত থাকবে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে প্রকৃতপক্ষে আপিলকারীকে মূলধনের উপর সুদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এটি উত্তরদাতার ক্ষেত্রে যে আপিলকারী যা চাইছেন তা হল দ্বিগুণ সুবিধার অনুদান। ৫০:৫০ এর ঋণ মালিকানা অনুপাতের ভিত্তিতে, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ঋণের উপাদানের উপর ৫০ শতাংশ সুদের মাধ্যমে আপিলকারীর কাছে মূলধনের উপর লাভের হার গণনা করেছে এবং মালিকানা অংশে মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হারের জন্য আশ্বাসও দিয়েছে। 'আপিলকারী যা চেয়েছেন তা উপরের পুরো মূলধনের উপর একই সুদ চেয়েছে এবং যা ৩৮ ধারার ভিত্তিতে অগ্রহণযোগ্য।

১০. ঋণ হ্রাসের ক্ষেত্রে মোট অবচয়ের অপ্রাপ্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে যেটি বলা হয়েছে, তা হলো যে আপিলকারী আপিল ট্রাইবুনালের কাছে করা প্রথম দফার মামলায় এই যুক্তি উপস্থাপন করেনি। প্রথম দফায় আপিল ট্রাইবুনালের সম্মুখে মোট দশটি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে আপিল ট্রাইবুনাল আপিলকারীর অভিযোগের সঙ্গে একমত হয়ে, আদেশে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণের আলোকে বিষয়টি নতুনভাবে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠায়। অপর পাঁচটি বিষয়ে আপিল ট্রাইবুনাল আপিলকারীর বিপক্ষে রায় দেয়। এই বিষয়ে আপিলকারী পরবর্তী কোনো উচ্চতর আপিল করে নাই। অতএব, আপিল ট্রাইবুনালের প্রথম আদেশটি চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ততা পেয়েছে, বিশেষত, যখন পরবর্তীকালে যে আপিলটি করা হয়েছিল তা আপিলকারী নয় বরং প্রতিপক্ষগণ করেছিল এবং সেই আপিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে "ভাস্কর শ্রাচি অ্যালয়জ লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও অন্যান্য" [(২০১৮) ৮ এস.সি.সি. ২৮১] মামলায় খারিজ হয়ে গেছে। তাঁরা আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, এন.টি.পি.সি. মামলায় আপিল ট্রাইবুনালের আদেশসমূহ আপিলকারীর বক্তব্যকে সমর্থন করে না। আরও বলা হয়েছে যে, কমিশনের দ্বারা ০৩.১০.২০০৬ তারিখে জারিকৃত প্রথম আদেশেই কমিশন মোট অবচয়কে ঋণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে এবং ফলস্বরূপ ঋণের উপর সুদ হ্রাসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। উক্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপিলকারী কোনো অভিযোগ তোলেনি। যেসব বিষয় ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে, সেগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো আদেশের পরবর্তী আপিলে পুনরায় উত্থাপন করা যায় না।

আলোচনা এবং ফলাফল

১১. ২০০৩ সালের আইনের ১২৫ ধারার অধীনে আপিল করার অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয় যখন আইনের যথেষ্ট প্রশ্ন থাকে। ভাস্কর শ্রাচি অ্যালোয়স লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বনাম ২০১৮ (৮) এস. সি. সি ২৮১, মূলত, "উপরোক্ত আইনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের অবশ্যই আপিলকারীর অভিযোগ পরীক্ষা করতে হবে, আপিল ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ কিনা এবং তাই আপিলকারীর মামলায় যোগ্যতা রয়েছে কিনা।"

১২. আমরা ইতিমধ্যেই ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার কথা উল্লেখ করেছি। ২০০৩ সালের আইনটি কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারা টিকে থাকবে বলে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। অন্য কথায়, এটি বিতর্কিত অঞ্চলে হতে পারে না যে আপিলকারী তার গ্রাহকদের কাছ থেকে যে শুল্ক নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার গণনায় ৩৮ ধারার অধীনে মূলধনের উপর সুদ পাওয়ার অধিকারী হবেন। তবে, প্রশ্নটি হল যে আপিলকারীকে আসলে ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার অধীনে মূলধনের উপর সুদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিনা।

প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য, আমাদের জন্য কমিশন এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। কমিশন কর্তৃক গৃহীত '৩.১০.২০০৬' তারিখের আদেশটি, যা তার দ্বারা গৃহীত প্রথম আদেশ ছিল, মোট মূলধন ব্যয় সম্পর্কিত এক সদস্যের বেঞ্চের সুপারিশগুলি উল্লেখ করে এবং সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন '৭০:৩০' ঋণ মালিকানা অনুপাতও গ্রহণ করেছে যা এক সদস্য কমিশন দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছিল, এটি ২০০৪ সালের প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হার উল্লেখ করেছে এবং মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হারের হার ১৪ শতাংশে গ্রহণ করেছে যা ঋণ মালিকানা অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে মূলধন ব্যয়ের ৩০ শতাংশে অনুমোদিত। এরপরে, কমিশন ঋণের উপর সুদের সাথে মোকাবিলা করেছিল, ২০০৪ সালের প্রবিধানের অধীনে বিষয়টির সাথে মোকাবিলা করা হয়েছিল, এবং '৭০:৩০' দ্বারা অনুমোদিত সম্পূর্ণ মূলধন/সঞ্চিত ঋণের হারের উপর সঙ্গতিপূর্ণ পরিমাণ গণনা করার পরে, কমিশন '৩০.০৩.২০০৪'-এর উপর নির্ভর করে যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধের অনুমতি দেওয়া হয় তার উপর গড়/সমতুল্য হিসাবে

সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়। তারপর তার আদেশের ৫৭ অনুচ্ছেদে সারণিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ওজনিত গড় সুদের হার এসে পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে

১৩. এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারী আপিল করেছিলেন। আপিলের সমাপ্তি হয়েছিল ২৩.১১.২০০৭ তারিখের আদেশে। আসুন আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার ভিত্তিতে আপিল ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীর অভিযোগ সম্পর্কে কী বলেছে। মূল আদেশটি প্রযুক্তিগত সদস্যের দ্বারা লেখা হয়েছিল যার সাথে চেয়ারম্যান পৃথক সম্মতিসূচক রায়ের সাথে একমত হয়েছিলেন।

১৪. ১৯২ সালের আগে চালু হওয়া পুরনো প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে কমিশন যে ঋণ সমতা অনুপাত ৭০:৩০ নির্ধারণ করেছিল, তা নিয়মাবলীর ভিত্তিতে পরিবর্তন করে ৫০:৫০ করা হয়েছিল এবং এমইজেআইএ-র মতো সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে সেগুলিকে নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট ৭০:৩০ মূলধন কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। আমরা নিম্নলিখিত ফলাফলগুলিও উল্লেখ করতে পারি '

ক-৯. আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে, ডিভিসি পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের সামাজিক কার্যাবলীকে সমর্থন করার জন্য গণ্য রাষ্ট্রের কার্যাবলী নিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এটি বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করে এবং তাই, সংবিধিবদ্ধ সমতা মূলধনের প্রাথমিক উৎস। ইথাস আরও যোগ করেন যে, ব্যবসায়িক ঝুঁকি, আর্থিক ঝুঁকি ইত্যাদি মূলত মালিক সরকারগুলি বহন করে, যারা তাই ঝুঁকি ও মূলধনের উপর লাভের হারের মৌলিক নীতি দ্বারা তাদের মূলধন বিনিয়োগের পুরো অংশ ফেরত দেওয়ার অধিকারী।

ক-১০. এটা ঠিক যে, মালিকরা ব্যবসা সংক্রান্ত ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং মূলধন বিনিয়োগে তাদের ভাগের উপর ফেরত পাওয়ার অধিকারী। তবে, আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য শুল্ক নির্ধারণের পরিকল্পনা দ্বারা এই প্রকল্পটি পরিচালিত হতে হবে। এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মালিকানার উপর ১৪ শতাংশ হারে ট্যারিফ রেগুলেশনের অধীনে অনুমোদিত একটি নিশ্চিত আর. ও. ই-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রকল্পটি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য শুল্কের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যতীত অন্যান্য প্রকল্পে বিনিয়োগের উপর ফেরত পাওয়ার অনুমতি দেয় না।

ক-১৩. কিছু উত্তরদাতা বলেছেন যে "ডিভিসি আইনের ৩০,৩১ এবং ৩৮ ধারার সম্মিলিত পাঠ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ডিভিসি আইন অনুসারে প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা পুরো মূলধন ঋণ মূলধন এবং সুদ ব্যয়ের একটি অংশ। ডিভিসি আইনের অধীনে কোনও মালিকানা মূলধনের কোনও বিধান নেই।"

ক-১৪. ডিভিসি আইনে অংশগ্রহণকারী সরকারগুলির দ্বারা মূলধন যোগানো এবং তার উপর সুদ প্রদানের বিধান রয়েছে। ডিভিসি আইনে ঋণ হিসাবে এই ধরনের মূলধনকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি এবং অংশগ্রহণকারী সরকারগুলির কাছে এই ধরনের মূলধন পরিশোধের কোনও উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র ঋণ নেওয়া তহবিলের উপর পরিচালিত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা ধরে নেওয়া কঠিন। ঋণদাতারা সর্বদা ঋণগ্রহীতার দ্বারা বিনিয়োগের জন্য একটি মার্জিন অর্থও নির্ধারণ করে। আমাদের মতে অংশগ্রহণকারী সরকারগুলির দ্বারা প্রদত্ত মূলধন মালিকানা মূলধনের প্রকৃতির এবং শুল্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, ২০০৪ সালের শুল্ক বিধিমালা দ্বারা অনুমোদিত মালিকানার উপর ফেরত পাওয়ার যোগ্য হবে।

ক-১৫ এটা মনে রাখতে হবে যে, ডিভিসি অংশগ্রহণকারী সরকারগুলির দ্বারা প্রদত্ত মূলধনের উপর সুদ প্রদান করে। অর্জিত সুদ ডিভিসি দ্বারা ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারী সরকারগুলির নীরব সম্মতিতে মূলধনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার বিধান অনুসারে এটি ডিভিসি-কে প্রদান করতে হবে।

ক-১৬. ডিভিসি আইনে দেখা গেছে যে, প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে এবং মূলধনের পরিমাণের যে কোনও ঘাটতি অংশগ্রহণকারী সরকারের পক্ষ থেকে জোয়ানকে নিয়ে মেটাতে হবে। গৃহীত ঋণ অবশ্যই সুদ আকৃষ্ট করবে। শুল্ক বছরের সময় প্রদেয় ঋণ পরিশোধের গড় সুদের হার শুল্কের উদ্দেশ্যে আদর্শ ঋণ মূলধনের উপর প্রয়োগ করতে হবে। এর অর্থ হবে যে রিজার্ভ সহ মোট মালিকানার মধ্যে, আদর্শ ঋণ মালিকানা অনুপাত বিবেচনা করে মালিকানা, আরওই-এর জন্য যোগ্য হবে, ট্যারিফ রেগুলেশনে নির্ধারিত হারে এবং মালিকানা উপার্জনকারী আরওই-এর উপর অতিরিক্ত মালিকানা থাকলে সুদ বহনকারী ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রকৃত ঋণ মালিকানা অনুপাত আসে তবে এটি আরওই-এর উপর উপলব্ধ সুদ/মালিকানার ৪০ শতাংশ হবে এবং ১০ শতাংশ/মালিকানার সুদের অংশ হবে।

অনুচ্ছেদটি ঙ-১৩ অনুচ্ছেদের সাথেও প্রাসঙ্গিক এবং এটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

ঙ-১৩. প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সরকার প্রদত্ত মূলধনের উপর সুদের কারণে ডি. ভি. সি আইনের ৩৮ ধারার অধীনে উদ্ভূত দায়বদ্ধতার বিষয়ে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে

পরিষেবার জন্য মোট মূলধন পরিচালন সম্পদের মূল্যের সমান হতে হবে যখন সেগুলি প্রথমে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীকালে, ঋণের উপাদানগুলি পরিশোধের কারণে হ্রাস পায় এবং মালিকানার পরিমাণ স্থির থাকে। ট্যারিফ রেগুলেশন ২০০৪ অনুসারে ট্যারিফ নির্ধারণের পরিকল্পনা অনুসারে, পুনরুদ্ধার দুটি রূপে হয়; হয় আরওই বা ঋণের সুদের মাধ্যমে। আমরা কেন্দ্রীয় কমিশনকে নির্দেশ দিচ্ছি যে পরিচালন সম্পদের অর্থায়নে নিযুক্ত মূলধনটি হয় মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হারের মাধ্যমে বা ঋণের উপর সুদের মাধ্যমে (মালিকানার অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন মালিকানা অংশ সহ যা মালিকানা মূলধনের উপর লাভের হারের যোগ্য নয়) সম্পূর্ণরূপে পরিষেবা পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য।

উপরোক্ত আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুসরণ করে কমিশন কর্তৃক ৬.৮.২০০৯ তারিখে গৃহীত আদেশ ১৫.৬.৮.২০০৯ তারিখের আদেশের ৩৮ অনুচ্ছেদে কমিশন মূলধনের উপর ফেরত, ঋণের উপর সুদ এবং সাধারণ সম্পদের উপর অবমূল্যায়ন নিয়ে কাজ করে এবং প্রতিটি উৎপাদনশীল উৎপাদনকারী, স্টেশন/ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় মূলধন ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বরাদ্দ করা হয় যা ইতিমধ্যে ৩১.০৩.২০০৪ হিসাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি আপিল ট্রাইব্যুনাল তার ২৩.১১.২০০৭ তারিখের আদেশের ১.৩ এবং ১.৪ অনুচ্ছেদে যা বলেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

১.৩. উপরের প্রক্রিয়াটির সঙ্গে এটি সত্য যে, উপরোক্ত সুবিধাগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ পুনরুদ্ধার করা হবে, তবে অবমূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হারের আকারে মূলধন ব্যয়ের পুনরুদ্ধার, ঋণের সুদ, যদি থাকে, কোনও যৌক্তিকতা ছাড়াই বাদ দেওয়া হবে।

১.৪, আমরা অনুভব করি যে কমিশন একবার এই সম্পদগুলিকে আপিলের উৎপাদন ও প্রেরণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সম্মত হলে, তাদের পরিচালন ও পরিচালন ব্যয় পুনরুদ্ধারের অনুমতি দিয়ে, এই সম্পদগুলিকে যথাযথ বিচক্ষণতার সাথে পরীক্ষা করার পরে, মূলধন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং শুল্ক নির্ধারণের মাধ্যমে ফলস্বরূপ প্রভাব দেওয়া উচিত।

১৬. ১.৪.২০০৪-এ মোট মূলধন খরচ Rs.৩১৪৬০১ লক্ষ হিসাবে দেখানো হয়েছে। ৩৫ অনুচ্ছেদে ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬-এর জন্য অনুমোদিত অতিরিক্ত মূলধনও গণনা করা হয়েছিল এবং ২০০৫-০৬ সালের জন্য মোট গড় মূলধন Rs.৩২২৭৯৭ লক্ষ এবং ৩২৬৭৮৬ লক্ষ টাকা হিসাবে দেখানো হয়েছিল। এরপরে, কমিশন ঋণের মালিকানা অনুপাত করে,

আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ক-৮ অনুচ্ছেদে স্থির করা হয়েছে যা আমরা বের করেছি এরপরে, কমিশন 'ঋণের উপর সুদ' শিরোনামে মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হার নিয়ে কাজ শুরু করে। কমিশন ৪৮ অনুচ্ছেদে এটাই বলেছে।

৪৮, আবেদনকারী আবেদন করেছেন যে অতিরিক্ত মূলধনের জন্য ব্যয় মেটানোর জন্য তারা কোনও ঋণ নেয়নি। অনুমোদিত অতিরিক্ত মূলধন এবং সংশোধিত ঋণ-মালিকানা অনুপাত এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিবেচিত অবমূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, ঋণের উপর সুদ 'কমিশনের তারিখের ৩.১০.২০০৬ অনুসারে বিবেচনা করা ওজনযুক্ত গড় সুদের হারের সাথে কাজ করা হয়েছে। বছরের জন্য গণনা করা অবমূল্যায়নকে সেই বছরে ঋণ পরিশোধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১৭. এখন দেখা যাক কিভাবে এর আগে আরোপিত ক্রমানুসারে ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার অধীনে মূলধনের উপর সুদ সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে আপিল ট্রাইব্যুনাল কাজ করেছে। আমরা ৭০ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করতে পারি যেখানে আপিল ট্রাইব্যুনাল নিম্নরূপ ধারণ করে।

৭০. আমরা আপিলকারীর অনুরোধ করা উপরের কারণগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি। উপরে উল্লিখিত রেকর্ডগুলি দেখার পরে, সীমিত রিমান্ড আদেশের কার্যকারিতা এই ইস্যুটির সাথেও সম্পর্কিত হবে। ডিভিসি-র যে ক্রিয়াকলাপগুলি প্রয়োগ করতে হবে তা রিমান্ড আদেশের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

ক-১৩. প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সরকার প্রদত্ত মূলধনের উপর সুদের কারণে ডি. ভি. সি আইনের ৩৮ ধারার অধীনে উদ্ভূত দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পরিষেবার জন্য মোট মূলধন পরিচালন সম্পদের মূল্যের সমান হতে হবে যখন সেগুলি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হবে। 'পরবর্তীকালে ঋণের উপাদান পরিশোধের কারণে হ্রাস পায় এবং মালিকানার পরিমাণ স্থিতিশীল থাকে। ট্যারিফ রেগুলেশন ২০০৪ অনুসারে শুল্ক নির্ধারণের পরিকল্পনা অনুযায়ী, পুনরুদ্ধার দুটি রূপে হয়, হয় মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হার বা ঋণের উপর সুদের মাধ্যমে। আমরা কেন্দ্রীয় কমিশনকে নির্দেশ দিচ্ছি যে পরিচালন সম্পদের অর্থায়নে নিযুক্ত মূলধনটি মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হারের মাধ্যমে বা ঋণের উপর সুদের মাধ্যমে (মালিকানার অংশ সহ মালিকানার অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত নয় যা মালিকানার ফেরতের যোগ্য নয়) সম্পূর্ণরূপে পরিষেবা পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য।

১৮. এরপরে, আপিল ট্রাইব্যুনাল নিঃসন্দেহে উল্লেখ করেছে যে, তার ২৩.১১.২০০৭ তারিখের রিমান্ড আদেশে, এটি কেন্দ্রীয় কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে যে পরিচালন সম্পদের অর্থায়নে নিযুক্ত মূলধনটি হয় মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হারের মাধ্যমে বা ঋণের সুদের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে পরিষেবা পাচ্ছে। আপিল ট্রাইব্যুনাল আরও বলেছে যে, উক্ত আদেশ মেনে কমিশন নিযুক্ত মোট মূলধনের উপর ঋণ মালিকানা অনুপাতের অনুমতি দিয়েছে। এটি আরও ২১ (১) (iii) বিধিমালা অনুসারে আদর্শ মালিকানা মূলধনের উপর ১৪ শতাংশ মূলধনের উপর লাভের হারের ব্যবস্থা করেছে, অর্থাৎ মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হার। কমিশন প্রবিধান ২১ (১) (i)

১৯. এই সকল আদেশের আলোকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে আপিলকারীর এই বক্তব্য যে, যদিও আপিলকারী মূলধনের উপর সুদের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, তবুও ২০১৮(৮) এসসিসি ২৮১-এ সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী আপিল ট্রাইব্যুনালের মতকে সমর্থন করে — যেখানে বলা হয়েছে যে ডিভিসি অ্যাক্টের ৩৮ নম্বর ধারা আপিলকারী কর্পোরেশনের পক্ষে প্রযোজ্য থাকবে তা সত্ত্বেও আপিলকারীকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষদের বক্তব্য হলো, ডিভিসি অ্যাক্টের ৩৮ ধারা অনুযায়ী যে সুবিধা আপিলকারী দাবি করছে, তা কার্যত দাবি-সমূহের পুনরাবৃত্তি হবে, কারণ মোট মূলধনের উপর আদর্শ ঋণ-মালিকানা অনুপাতে হিসাব করে আপিলকারীকে মালিকানা র অংশের উপর মূলধনের উপর লাভের হার এবং ঋণের অংশের উপর সুদের সুবিধা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে, আপিলকারীর বক্তব্য হলো যে, ঋণের অংশের উপর সুদ এবং আদর্শ মালিকানা অংশের উপর মূলধনের উপর লাভের হার প্রদানের পরও, উপর্যুক্ত সকলের অতিরিক্তভাবে আপিলকারী পুরো মূলধনের উপর সুদের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, কারণ ডিভিসি অ্যাক্টের ৩৮ নম্বর ধারায় এমনটাই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

২০. ২৩.১১.২০০৭ তারিখের আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশে 'বিষয়টি' ঋণ মালিকানা অনুপাত 'শিরোনামে মোকাবিলা করা হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল ডিভিসি-র সমস্ত পুরানো প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মামলাটি গ্রহণ করে এবং ৫০:৫০ এর আদর্শিক ঋণ মালিকানা বরাদ্দ করা হয়েছিল, যা ১৯৯২ সালের আগে চালু করা হয়েছিল। মেজিনার মতো সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে, প্রবিধানগুলিতে নির্দিষ্ট মূলধন কাঠামোর উপর ৭০:৩০ এর ঋণ মালিকানা অনুপাত বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই অনুসন্ধানটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে মালিকানা মূলধনের প্রাথমিক উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে এরপরে, অনুচ্ছেদ এ-১০-এ, আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা এটি পাওয়া গেছে যে মালিকরা ব্যবসা সম্পর্কিত ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং

মূলধন বিনিয়োগের উপর সুদের জন্য, কিন্তু প্রত্যাবর্ত (লাভ) নির্ধারণ আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের ট্যারিফ নির্ধারণের স্কিম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আপিল ট্রাইব্যুনাল আরও রায় দেয় যে এই স্কিমে মালিকানার উপর নিশ্চয়তাপূর্ণ লাভের বিধান রয়েছে, যা বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মালিকানার উপর ১৪% হারে নির্ধারিত। স্কিমটি বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া অন্যান্য প্রকল্পে বিনিয়োগের উপর লাভ আদায় করার অনুমতি দেয় না। ট্রাইব্যুনাল আরও রায় দেয় যে, ডিভিসি আইন মূলধনকে ঋণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না এবং অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের নিকট উক্ত মূলধন পরিশোধের কোনো উল্লেখ নেই। আপিল ট্রাইব্যুনাল রায় দেয় যে, অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের দ্বারা সরবরাহকৃত মূলধন মালিকানা মূলধনের প্রকৃতির এবং ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মালিকানা মূলধনের উপর লাভ (লাভের প্রত্যাবর্ত) গ্রহণযোগ্য হবে, তবে আপিল ট্রাইব্যুনাল এখানে শেষ করেনি। এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, মালিকানা লাভ ২০০৪ সালের ট্যারিফ রেগুলেশনের দ্বারা অনুমোদিত হারে হবে। এরপর, আপিল ট্রাইব্যুনাল প্যারাগ্রাফ ১৫-এ রায় দেয় যে ডিভিসি আইন অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের দ্বারা অবদানকৃত মূলধনের উপর সুদের বিধান রাখে। সরকারসমূহের নিকট যে সুদ প্রদানযোগ্য হয়েছে, তা আপিলকারী কর্তৃক রক্ষিত রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে উক্ত অর্থ পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের মৌন সম্মতির ভিত্তিতে মূলধনে পুনরায় সংযুক্ত হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, এটি ডিভিসি আইনের ধারা ৩৮ অনুযায়ী ডিভিসিকে প্রদান করতে হবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদ ক-16-এ, যা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করে যে, ডিভিসি আইনের অধীনে যদি অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মূলধনে কোনো ঘাটতি থাকে, তবে সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের পক্ষে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। উক্ত ঋণের উপর সুদ আরোপযোগ্য হবে। গড় সুদের হার প্রয়োগ করতে হবে ৫০:৫০ অনুকূল ঋণ-মালিকানা মূলধন অনুপাতে। এর অর্থ, মজুদসহ মোট মালিকানা মূলধনের মধ্যে ৫০:৫০ অনুপাত অনুসারে মালিকানা অংশের উপর নির্ধারিত রেগুলেশনের ভিত্তিতে ১৪% হারে লাভ (লাভের প্রত্যাবর্ত) গ্রহণযোগ্য হবে, এবং যদি কোনো অতিরিক্ত মালিকানা মূলধন থাকে, তা হলে সেই অতিরিক্ত অংশকে সুদ প্রদানযোগ্য ঋণ হিসেবে গণ্য করা হবে। যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, যদি ঋণ-মালিকানা অনুপাত ৪০:৬০ হয়, তবে ৫০% মালিকানা অংশের উপর ১৪% হারে লাভ (লাভের প্রত্যাবর্ত) পাওয়া যাবে, এবং অবশিষ্ট ১০% মালিকানা অংশ ও ৪০% ঋণের উপর সুদ (যা পরিশোধ দ্বারা হ্রাস পেয়েছে) প্রদানযোগ্য হবে।

২১. পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশন আপিল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী ঋণের মালিকানা অনুপাত নির্ধারণ করেছে। এতে আরও বলা হয়েছে

মালিকানা অংশে ১৪ শতাংশ হারে মূলধনের উপর লাভের হার প্রদান করে, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ। ঋণের অংশের ক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে অবমূল্যায়ন কেটে নেওয়ার পরে সুদ গণনা করা হয়েছে, যার বৈধতা অন্য বিতর্কের বিষয়, যা আমরা আলাদাভাবে মোকাবিলা করব। আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট যে আপিলকারীকে ইতিমধ্যে ঋণ, মালিকানা অনুপাতের ভিত্তিতে মূলধনের ক্ষেত্রে ট্যারিফ রেগুলেশনের পরিপ্রেক্ষিতে মালিকানার উপর মূলধনের উপর লাভের হার দেওয়া হয়েছে যা আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে একটি অনুপাতের উপর যা পক্ষগুলির মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

২২. যদিও ২৩.১১.২০০৭ তারিখের আদেশের অনুচ্ছেদ এ-৯-এর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মালিকানা মূলধনের প্রধান উৎস হিসাবে পাওয়া গেছে, তবে অনুচ্ছেদ এ-১০, এ-১৬ এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে ই-১৩-এর পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার অধীনে মূলধনকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পরিচালন সম্পদের মূল্য হিসাবে বোঝা হয়েছে। মূলধনকে কেবল মালিকানা হিসাবেই বোঝা যায় না, বরং এটি ঋণ এবং মালিকানা উভয় হিসাবেই বোঝা যায়। ঋণ এবং মালিকানার মধ্যে অনুপাতও পুরানো প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে ৫০:৫০-এ স্থির করা হয়েছে এবং নতুন প্রকল্পগুলির অধীনে এটি ৭০:৩০-এ রয়েছে। আপিল ট্রাইব্যুনালের তারিখের আদেশের অনুচ্ছেদ ই-১৩ থেকে এটি আরও স্পষ্ট যে আপিল ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা করেছে যে মালিকানা উপাদানটি স্ট্যাটিক থাকবে এবং এটি মূলধনের উপর লাভের হার/মালিকানার উপর ফেরত সুদের হার হিসাবে বিবেচিত হবে।

২৩. সন্দেহের কেবল একটি ক্ষেত্র রয়ে গেছে। এ-১৫ অনুচ্ছেদে আপিল ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছে যে অংশগ্রহণকারী সরকারগুলির দ্বারা নিযুক্ত মূলধনের উপর ডিভিসি থেকে প্রাপ্য সুদ আবেদনকারীকে ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এটি আবার রাজধানীতে চাষ করা হয়েছে। এই অংশেও, আপিল ট্রাইব্যুনাল ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার অধীনে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে, প্রথমত, এটি প্রদান করার পরে, আপিল ট্রাইব্যুনাল পরে ই-১৩ অনুচ্ছেদে ডিভিসি আইনের ৩৮ ধারার অধীনে তার নির্দেশ দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, লিখিত জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই দিকটি এইভাবে নেওয়া হয়নি এবং কোনও হারে, বিবরণ দেওয়া হয়নি। এছাড়াও বিতর্কিত আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদে যা সঞ্চিত ঋণের মূল্যহ্রাস সম্পর্কিত অভিযোগের উল্লেখ করে যা অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়,

এবং ধরে রাখা সুদের উল্লেখ করা হয় মূলধন সম্পদ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য যার ফলে আবেদনকারী চিরস্থায়ী স্থগিতাদেশ উপভোগ করছেন কারণ তিনি কখনও ঋণ পরিশোধ করেননি এবং ঋণের জন্য অবমূল্যায়নের সমন্বয় করার প্রশ্ন ওঠেনি। মূলধন হিসাবে ফিরিয়ে নেওয়া সুদের ক্ষেত্রে আইনের ৩৮ ধারার অধীনে সুদ না দেওয়ার বিষয়ে কোনও অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি।

২৪. পরবর্তী প্রশ্নটি আইনগত বৈধতা সম্পর্কিত, যৌথ অবচয় বিবেচনায় গ্রহণ করে ঋণ উপাদান হ্রাস করার বিষয়ে। আপীলকারীর অভিযোগ এই যে, কমিশন এবং ট্রাইব্যুনাল উভয়েই এই ভিত্তিতে সুদের হিসাব করেছেন যে যৌথ অবচয় ঋণ হ্রাস ঘটাবে, যা আইনসম্মত নয় এবং টেকসই নয়। এই বিষয়ে প্রতিপক্ষরা যে উত্তর প্রদান করেছেন, তাহা হইল এইরূপ যে, আপীলকারী এই বক্তব্য বর্তমানে উত্থাপন করিতে পারেন না, কারণ এই বক্তব্য পূর্বে আপীল ট্রাইব্যুনালের নিকট, প্রথম পর্যায়ের বিচারকার্যে, যেখানে আপীল ট্রাইব্যুনাল ২৩.১১.২০০৭ তারিখে আদেশ প্রদান করিয়াছিল, উত্থাপন করা হয় নাই। আপীলকারী নিঃসন্দেহে এন.টি.পি.সি. -এর মামলায় আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশ হইতে সমর্থন গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। এটা নিঃসন্দেহ যে, উক্ত মামলায় আপীল ট্রাইব্যুনাল যৌথ অবচয়কে ঋণ হ্রাসের উপায়রূপে গণ্য না করিবার অভিমত প্রদান করিয়াছিল। যতদূর ২০০৭ সালের (৩) এস.সি.সি. ৩৩ সংখ্যক সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথা, উক্ত রায়ে প্রকৃত প্রশ্ন ছিল অবচয়ের হারের বিষয়ে। সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করে যে, বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে সম্পদ প্রতিস্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া, উচ্চ হারে অবচয় প্রয়োগ প্রয়োজন, যাহা সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল হ্রাস করিতে সহায়তা করিবে। সেই রায়ে যেই পর্যবেক্ষণ সহিতভাবে (অনুষঙ্গক্রমে) করা হইয়াছিল, তাহা আপীলকারীর যুক্তিকে সমর্থন করে বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। তবে প্রকৃত প্রশ্ন হইল, এই আপীল কার্যে আপীলকারী উক্ত অভিযোগ উত্থাপন করিবার অধিকারী কি না। ২০০৬ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে কেন্দ্রীয় কমিশন কর্তৃক গৃহীত মূল আদেশে কমিশন নিম্নরূপ রায় প্রদান করিয়াছিলঃ

৫৭. আবেদনকারী কর্পোরেশন কর্তৃক উত্থাপিত ঋণের অধিকাংশই প্রকল্প নির্দিষ্ট নয়। ৩১.৩.২০০৪ তারিখ অনুযায়ী পৃথক স্টেশনের জন্য বকেয়া আদর্শিক ঋণ দ্বারা গণনা করা হয়েছে। আবেদনকারী কর্পোরেশনের জন্য ঋণের ওজনযুক্ত গড় সুদের হার সহ মূলধন ব্যয়ে ৭০:৩০ (উপরে উল্লিখিত) এর আদর্শিক ঋণ-মালিকানা কাঠামো প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ, ৩১.৩.২০০৪ হিসাবে সঞ্চিত অবমূল্যায়ন বা ধারণাগত ঋণের পরিমাণ, যেটি কম, তা ঋণ

পরিশোধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং ব্যালেন্সের পরিমাণ, যদি থাকে, তা হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক অবমূল্যায়নের পরিমাণকে আদর্শিক ঋণ পরিশোধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, আবেদনকারী কর্পোরেশন দ্বারা দাবি করা এবং শুল্ক গণনার জন্য গৃহীত গড় সুদের হার নিম্নরূপঃ

ভারসাম্যযুক্ত গড় সুদের হার

মোট ঋণ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
মোট ঋণ (প্রারম্ভিক)	৭৭,০৯৫	৭৭,০৯৫	৭৭,০৯৫	৭৭,০৯৫	৭৭,০৯৫
আগের বছর পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ (সঞ্চিত)	৬,১৪৩	১৪,৯৪৮	২২,২৮১	২৯,৬১৪	৩৯,৮৫৮
নিট ঋণ (প্রারম্ভিক)	৭০,৯৫২	৬২,১৪৭	৫৪,৮১৪	৪৭,৪৮১	৩৭,২৩৭
এফ ই আর ভি অনুযায়ী বৃদ্ধি/হ্রাস	০	০	০	০	০
এ সি ই অনুযায়ী বৃদ্ধি/হ্রাস	০	০	০	০	০
মোট	৭০,৯৫২	৬২,১৪৭	৫৪,৮১৪	৪৭,৪৮১	৩৭,২৩৭
বছরের ঋণ পরিশোধ	৮,৮১৯	৭,৩৩৩	৭,৩৩৩	১০,২৪৪	৫১,৬৫৫
নিট ঋণ (সমাপ্ত)	৬২,১৩৩	৫৪,৮০১	৪৭,৪৮৬	৩৭,২২৪	৩২,০৫৯
গড় নিট ঋণ	৬৬,৫৩৪	৫৮,৪৬৭	৫১,১৩৪	৪২,৩৪৬	৩৪,৬৪১
সুদের হার (গ্যারান্টি ফিসহ)	১১.১৯%	১০.৬৭%	১০.৫০%	১০.২৩%	৯.৫৬%
ঋণের উপর সুদ	৭,৪৪৫	৬,২৩৯	৫,৩৬৭	৪,৩৩২	৩,৩১১

২৫. এর দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়ে, আপিলকারী আপিল ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন। আপাতদৃষ্টিতে, আপিলকারীর অনুরোধে আপিল ট্রাইব্যুনাল ১০টি বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছিল। যেহেতু ২০১৮ (৮) এস. সি. সি ২৮১-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে, তাই এটি কিন্তু প্রাসঙ্গিক যে আমরা উক্ত রায়ের ১১ অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছি। উক্ত রায়ের ১১ অনুচ্ছেদ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

১১. তদনুসারে, বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল নিম্নলিখিত পাঁচটি দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং উপরোক্ত বিষয়ে সিইআরসি-র আদেশ বহাল রেখে, সিইআরসি-র দ্বারা নথিভুক্ত ফলাফলের আলোকে বাকি পাঁচটি বিষয় নতুন করে বিবেচনা করার জন্য বিষয়টি পুনর্বিবেচনা নেওয়া উচিত বলে মনে করে। নীচে উদ্ধৃত ট্যাবুলার চার্টটি সেই পাঁচটি বিষয় নির্দেশ করবে যা বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা চূড়ান্ত করা হয়েছে,

সিইআরসি-র তারিখ ৩-১০-২০০৬-এর আদেশ এবং অন্যান্য পাঁচটি বিষয় যা সিইআরসি দ্বারা পুনঃনির্ধারণের জন্য পুনর্বিবেচনা নেওয়া হয়েছেঃ

	আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ০৩-১০-২০০৬ তারিখের সি ই আর সি আদেশ বহাল রেখে চূড়ান্তকৃত বিষয়সমূহ		সি ই আর সি-এর নিকট পুনঃনির্ধারণের জন্য ফেরত পাঠানো বিষয়সমূহ
(i)	মালিকানায় উচ্চতর লাভ;	(i)	২০০৪–২০০৫ ও ২০০৫–২০০৬ সময়কালের জন্য অতিরিক্ত মূলধনীকরণ;
(ii)	অবচয় হার;	(ii)	পেনশন ও গ্র্যাচুইটি অবদান;
(iii)	২০০৪ প্রবিধান অনুসারে নির্ধারিত পরিচালন মানদণ্ড থেকে ভিন্ন পরিচালন মান পুনঃনির্ধারণ;	(iii)	ডি ভি সি আইন অনুযায়ী ডি ভি সি -কে রাজস্ব প্রদানের অনুমোদন;
(iv)	সদর দপ্তর, আঞ্চলিক দপ্তর, প্রশাসনিক ও কারিগরি কেন্দ্রে মূলধনী বিনিয়োগের উপর লাভ;	(iv)	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;
(v)	বর্তমানে চালু নয় এমন উৎপাদন প্রকল্পসমূহ;	(v)	ঋণ-মালিকানা অনুপাত

২৬. এটি পর্যালোচনা করলে মনে হবে যে দ্বিতীয় বিরোধের অংশ হিসেবে উত্থাপিত আইনের মূল প্রশ্নটি বিচারের জন্য উন্মুক্ত নয়।

২৭. যখন বিষয়টি প্রথম দফার মামলায় রিমান্ড আদেশের পর পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছে গিয়েছিল, এবং এই দফার রায় চূড়ান্ত হয়েছে এই মর্মে যে সর্বোচ্চ আদালত আপিল খারিজ করে দিয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় কমিশন কেবল পূর্ববর্তী পদ্ধতি অনুসরণ করেই ঋণের উপর সুদের হিসাব করার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ থেকে সম্মিলিত অবচয় বিয়োগ করার প্রক্রিয়াটি পুনরায় প্রয়োগ করেছে। এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে আপিলকারী কোনও আপত্তি তোলেননি, যদিও তখন আপত্তি তোলার সুযোগ ছিল। তদুপরি, এই প্রক্রিয়া ৩১.০৩.২০০৬ সালের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য প্রযোজ্য। প্রথম দফার মামলার অনুচ্ছেদ ৫৭-তে যেটা বলা হয়েছে তা বিবেচনায় নিয়ে, এবং যেহেতু ওই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তাই আমরা এই মর্মে সন্তুষ্ট নই যে দ্বিতীয় দফায় পুনরায় সেই একই বিষয়টি পুনরায় তোলার জন্য আপিলকারীর কোনও অধিকার আছে। এই ভিত্তিতে, আমরা মনে করি আপিলকারী এই বিষয়ে

আমাদের কাছ থেকে আর বিবেচনা পাওয়ার যোগ্য নন। সেই অনুযায়ী, এই মামলায় আইনগত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে আমরা বিরত থাকছি। উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ হলো, আপিলকারী হস্তক্ষেপ দাবি করার জন্য কোনও যুক্তিসংগত কারণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। ফলত, আপিলটি ব্যর্থ হয়েছে এবং তা খারিজ করা হলো। মামলার পক্ষগণ তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করবেন।

দেবিকা গুজরাল

আপিল খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal